إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

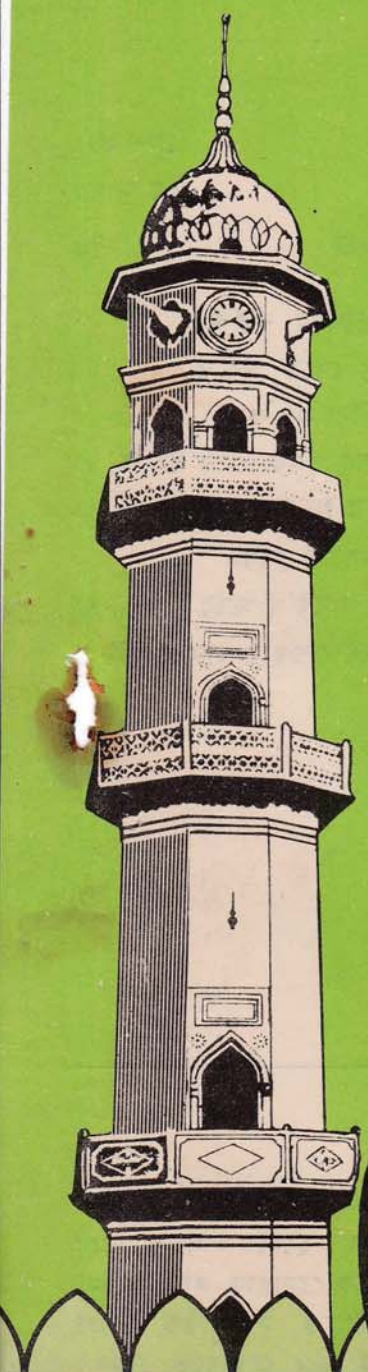

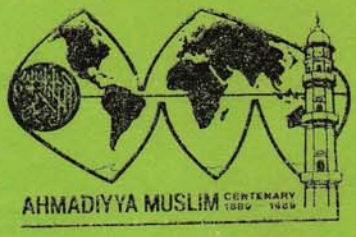

لا إله إلا الله محمد رسول الله

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া
উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না;
কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে
শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে
নিষেধ করি। —কিশ্‌তিয়ে নূহ্

নব পর্যায়ে ৪৩শ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা
১০ই জেলকদ, ১৪০৯ হিঃ ।। ১লা আষাঢ়, ১৩৯৬ বাংলা ।। ১৫ই জুন, ১৯৮৯ইং

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা।। ভারত ৭২·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই জুন, ১৯৮৯ | ৪৩শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ :	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৫
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূইয়া	৬
জুমু'আর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা আঃ আওয়াল খান চৌধুরী	১০
কবিতা :	আখতারুজ্জামান	২
ছোটদের পাতা :	উপস্থাপনায় 'নানা ভাই'	২৬
বিজ্ঞপ্তি :		২৮
সংবাদ :		২৯
সম্পাদকীয় :		৩২

দোয়ার আবেদন

মুসলিম জামা'তে আহ্‌মদীয়া, খুলনার বিরুদ্ধে বিরোধীগণ বিভিন্ন রকম হুমকি দিয়ে আসছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আহ্‌মদী খোদ্দামকে বিভিন্নভাবে অপদস্থও করা হয়েছে। সকল ভাই বোনের সমীপে বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি যেন আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, বিশেষভাবে আবদুল হাই সাহেবের জন্য দোয়া করবেন। তাঁকে সাংঘাতিক চাপে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই ভাইকে এবং সকলকে নিজ হেফাযতে রাখুন।

মোহাম্মদ ইয়দাত্তুর রহমান সিদ্দীকি
সদর মুরব্বী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

১৫ই জুন, ১৯৮৯ ইং : ১৫ই ইহসান, ১৩৬৮ হিঃ শামসী : ১লা আষাঢ়, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌ বাকারা-২

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান! তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই: নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'৬৩

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম। তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও'; অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তখন তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আসমান সমূহের ও যমীনের গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি, এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন৬৪ কর, আমি সবই জানি?'

৬৩। ফিরিশ্‌তারা নিজেদের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত থাকায়, স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলেন যে, মানুষ যেভাবে ও যে পরিমাণে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম, তাহারা সেই পরিমাণে সক্ষম নহেন। আল্লাহ্‌তা'লার প্রজ্ঞা ফিরিশ্‌তাদিগকে যে সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশের শক্তি দিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত প্রতিফলন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ফিরিশ্‌তারা তাহা অকপটে স্বীকার করিলেন।

৬৪। যখন ফিরিশ্‌তারা স্বীকার করিলেন যে, তাহারা সকল ঐশী গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম নহেন এবং ইহাও স্বীকার করিলেন যে, আদম সেই ক্ষমতা রাখেন; তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী আদম নিজের মধ্যে সুপ্ত বিভিন্নমুখী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ প্রকাশ করিয়া, ইহাদের ব্যাপকতা ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখাইলেন। এইরূপে, আদম প্রমাণ করিলেন যে, এমন ধরণের সৃষ্টির প্রয়োজন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র কাছ হইতে ইচ্ছা শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে (ও অসৎ পথ বর্জন করে) এবং আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ হয়।

৩৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য৬৫ কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস৬৬

৬৫। আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রতিফলক ও নবী হওয়ার কারণে, আল্লাহ্‌ ফিরিশ্‌তাগণকে তাঁহার সেবা-সাহায্য এবং মান্য করার আদেশ দিলেন। আরবী 'উসজুদু' অর্থ আদমকে সিজ্‌দা কর নহে, কেননা কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহাকে (বা অন্য কোনও কিছুকে) সিজ্‌দা করা নিষেধ করে (৪১ঃ৩৮)। অতএব, ফিরিশ্‌তাকে এইরূপ আদেশ নিশ্চয় দেওয়ার কথা নহে। আদেশটির অর্থ হইল "তোমরা আমাকে সিজ্‌দা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, আমি আদমকে সৃষ্টি করিলাম।" এস্থলে 'লাম' তালিলীয়্যা (কারণ বুঝাইবার জন্য) হইবে।

৬৬। 'ইব্‌লীস্‌' শব্দটি আবলাসা হইতে উৎপন্ন, যাহার ধাতুগত অর্থ (১) তাহার গুণ কমিল (২) সে নিরাশ হইল বা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা ছাড়িয়া দিল (৩) সে তাহার আশা-পূরণে বাধা-প্রাপ্ত হইল। (৪) সে হতোদ্যম হইল (৫) সে হতভম্ব হইয়া রাস্তা দেখিতে পাইল না। এই ধাতুগত অর্থগুলি হইতে বুঝা যায়, ইব্‌লীস এমনই এক সত্তা যাহার মধ্যে 'ভালর' মাত্রা অতি অল্প এবং মন্দের মাত্রা অনেক বেশী রহিয়াছে। নিজের অবাধ্যতার কারণে, আল্লাহ্‌র রহমতের আশা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে এবং হতভম্ব ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পথ পাইতেছে না। ইব্‌লীসকে প্রায়শঃ শয়তান মনে করা হয়, তবে সময় সময় কিছু কিছু বিষয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায়। এই কথা স্পষ্ট বুঝিয়া রাখা দরকার যে, ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের একজন নহে। কেননা ইব্‌লীসকে বর্ণনা করা হইয়াছে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহী রূপে। অপর পক্ষে ফিরিশ্‌তাকে বর্ণনা করা হইয়াছে চির-অবনত, বিনীত ও আজ্ঞাবহ রূপে (৬৬ঃ৭)। আল্লাহ্‌ ইব্‌লীসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা ফিরিশ্‌তাদের মত তাহাকেও আদেশ করা হইয়াছিল আদমকে মান্য করা ও সাহায্য করার জন্য কিন্তু সে তাহা অমান্য করিল (৭ঃ১৩)। অধিকন্তু, যদি ইব্‌লীসকে পৃথকভাবে কোনও আদেশ নাও দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ দানের মধ্যবর্তিতায় তাহা সকলের উপরেই প্রযোজ্য হইয়া যায়। কেননা, বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়ার কারণে, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অন্যান্য সকল বস্তু ও জীবের উপরও সমভাবে বর্তাইবে। ইব্‌লীস একটি গুণবাচক নাম। ফিরিশ্‌তাদের প্রতিপক্ষ ও বিরোধিতাকারী অশুভ চক্রকে, শব্দটির ধাতুগত অর্থেই ইব্‌লীস নাম দেওয়া হইয়াছে। কুরআনে, ২ঃ৩৭ আয়াতে যে শয়তানের কথা বলা হইয়াছে, সেটা যে ইব্‌লীস নহে, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন আমরা দেখিতে পাই যে, কুরআনে যেখানেই আমরা আদমের উপাখ্যান বর্ণিত হইতে দেখি, তখনই ইব্‌লীস ও শয়তানের দুইটি নাম পাশা পাশি প্রাপ্ত হই। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই আমরা এতদুভয়ের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র পার্থক্য লক্ষ্য করি। যেখানেই

ব্যতিরেকে,৬৭ সে অস্বীকার করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে৬৮ বসবাস কর,

---

আমরা ফিরিশ্‌তার বিপরীত মুখী, আদমের আনুগত্য করিতে অস্বীকারকারী সত্তার উল্লেখ পাই, সেখানেই তাহাকে ইব্‌লীস নামে অভিহিত দেখি। আর যেখানেই আমরা আদমের বিরুদ্ধে প্রতারণাকারী ও তাহাকে উদ্যান হইতে বিতাড়নের চক্রান্তকারী সত্তার উল্লেখ দেখি, সেখানেই তাহাকে শয়তান নামে অভিহিত পাই। এই পার্থক্য যাহা কমপক্ষে কুরআনের দশটি স্থানে মওজুদ আছে, (২:৩৫,৩৭, ৭:১২,২১. ১৫:৩২, ১৭,৬২, ১৮:৫১, ২০:১১৭, ১২১ ৩৮:৭৫), তাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইব্‌লীস ও শয়তান এক নহে।

শয়তান আদমের প্রতারণাকারী। ইব্‌লীস আদমের জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে, "ইব্‌লীস আল্লাহ্‌র গুপ্ত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং ফিরিশ্‌তাদের বিপরীতে, আল্লাহ্‌র বাধ্যতা ও অবাধ্যতা করার সমর্থ্য রাখে (৭:১২-১৩)।

৬৭। 'ইল্লা' শব্দটি দ্বারা 'ব্যতিক্রম' বুঝায়। আরবীতে ইস্‌তিস্‌না (ব্যতিক্রম) দুই প্রকার (১) 'ইসতিস্‌নায়ে মুত্তাসিল' দ্বারা একই জাতীয় জিনিষের মধ্যে ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। (২) ইস্‌তিস্‌নায়ে মুনকাতি' দ্বারা ব্যতিক্রম-ধর্মী বস্তুটি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া নির্দেশ করে। আলোচ্য আয়াতে, 'ইল্লা' শব্দটি ইস্‌তিস্‌নায়ে মুনকাতি', ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তা জাতীয় নয়, ভিন্ন জাতীয়।

৬৮। 'জান্নাত' শব্দটি এ স্থলে বেহেশ্‌তকে বুঝাইতেছে না, বরং ইহার শাব্দিক অর্থ বাগানকে বুঝাইতেছে। বেহেশ্‌ত তুল্য যে উদ্যানে আদম (আঃ)-কে প্রথম বসবাস করার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, সেই উদ্যানের কথাই এখানে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ হইতে পারে না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আদমকে পৃথিবীতেই থাকার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল (২:৩৭)। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বেহেশ্‌ত এমনই এক স্থান, যাহাতে প্রবেশকারীকে কখনও বিতাড়িত করা হয় না (১৫:৪৯)। অথচ পরবর্তী আয়াতেই আদমকে এই জান্নাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যে জান্নাতে (বাগানে) আদমকে প্রথমে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এই পৃথিবীর বুকেই ছিল। স্থানটি ফল-পুষ্পসমাকীর্ণ, সবুজ বনানীর ছায়া মণ্ডিত হওয়ায় ইহাকে জান্নাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক গবেষণা মূলে জানা গিয়াছে যে, ঐ স্থানটি ইরাক বা আসিরিয়ায়, ব্যাবিলনের 'ইডেন গার্ডেন' বা স্বর্গোদ্যান ছিল। (এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় 'উর অধ্যায় দেখুন)।

এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা৬৮ক তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির৬৯ নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।'

৬৮-ক। "উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তিসহকারে আহার কর" বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, আদম প্রথমে যে স্থানটিতে ছিলেন, সে স্থানটি কাহারও মালিকানাধীন ছিল না। আল্লাহ্ সেই স্থানটি তাহাকে দিয়া কার্যতঃ তাহাকে সেখানকার অধিপতি করিলেন।

৬৯। 'শাজারাহ' মানে গাছ। বাইবেলের মতে এই গাছটি ছিল জ্ঞান-বৃক্ষ যাহার ফল ভক্ষণে ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ ঘটে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ফলশ্রুতিতে আদম ও হাওয়া উলঙ্গ হইয়া গেলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ইহা মোটেই জ্ঞান-বৃক্ষ ছিল না বরং কুফল সৃষ্টিকারী কোন বৃক্ষ ছিল, যাহার কারণে আদমের মধ্যে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিল। কুরআনের অভিমতই সত্য। কেননা, মানবকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করিয়া দেয়। একটি বিষয়ে অবশ্য কুরআন ও বাইবেল মতৈক্য পোষণ করে বলিয়া মনে হয়, তাহা এই যে, গাছটি সত্যিই আক্ষরিক অর্থে বৃক্ষ ছিল না, বরং একটি প্রতীক ছিল মাত্র। কারণ, পৃথিবীর বুকে এমন কোন গাছ ছিল বা আছে বলিয়া জানা নাই, যাহার ফল-ভক্ষণে মানুষ ভাল ও মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অথবা নগ্ন হইয়া যায়। অতএব, এই বৃক্ষটি অন্য কোন কিছুর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক বৈ অন্য কিছু নহে। 'শাজারা' অর্থ 'ঝগড়া-বিবাদ'ও হয়। কুরআনের অন্যত্র দুই প্রকারের 'শাজারার' উল্লেখ আছে, (১) শাজারাহ তৈয়্যবা (ভাল গাছ) এবং (২) শাজারাহ্ খবিসা (মন্দ গাছ) (১৪:২৫,২৭)। পবিত্র বস্তু পবিত্র শিক্ষা ও পবিত্র কর্মকে ভাল গাছের সহিত এবং মন্দ বস্তু, মন্দ চিন্তা ও মন্দকর্মকে মন্দ গাছের সহিত সমতুল্য দেখানো হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে (১) আদমকে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করিয়া চলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বিবিধ প্রকার অনিষ্টকারী বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"তোমরা যদি চাহ যে আকাশে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

(২৩ ও ২৪তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

নামায এবং ইবাদতের পদ্ধতি

হযরত আমর বিন শোয়েব (রাঃ) তাঁহার পিতা এবং তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বৎসর হয় তখন তাহাদিগকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাহাদের বয়স দশ বৎসর হয় তখন তাহাদের এই ব্যাপারে শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে বিছানায় পৃথক করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

হযরত ফাতিমা তুজ যোহরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসূল করীম (সাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তখন বলিতেন, (দোয়া করিতেন) বিসমিল্লাহে ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহে। আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহ্লী আব্ ওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ আল্লাহুর নামে (আরম্ভ করিতেছি) আল্লাহুর রসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। হে আমার আল্লাহু! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলিয়া দাও। এবং যখন তিনি (মসজিদ হইতে) বাহির হইতেন তখন তিনি বলিতেন বিসমিল্লাহে ওয়াস.....আব্ ওয়াবা ফাযলেকা" অর্থাৎ আল্লাহুর নামে (আরম্ভ করিতেছি) ; আল্লাহুর রসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। হে আমার আল্লাহু! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলিয়া দাও।"

(মুসনদ আহ্মদ)

হজ্জ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "হে মানবজাতি! নিশ্চয় আল্লাহু তোমাদের উপর হজ্জ ফরয (বিধিবদ্ধ) করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর। তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! ইহা কি প্রতি বৎসর পালন করিতে হইবে?" তখন তিনি (আঁ-হযরত সাঃ) চুপ রহিলেন যে পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি তিনবার বলিল। তখন আল্লাহুর রসূল (সাঃ) বলিলেন, "যদি আমি হ্যাঁ বলি তবে ইহা (হজ্জ) তোমাদের উপর ফরয হইয়া যাইবে এবং তোমরা উহার সামর্থ্য রাখ না।"

তিনি আরও বলেন, "আমি যেখানে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেই তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া দাও (অর্থাৎ তোমরা আমাকে বেশী প্রশ্ন করিও না) নিশ্চয় পূর্বের অনেকেই বেশী বেশী প্রশ্ন করার কারণে এবং তাহাদের নবীদের প্রশ্ন করত: নবীদের সহিত মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যখন আমি তোমাদিগকে কিছু করার হুকুম দেই তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী উহা পালন করিও এবং তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করি তোমরা উহাকে পরিত্যাগ করিও।

(মুসলিম)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(গতবছরের ১৮ ও ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

এখন সংক্ষেপে কথা হইতেছে এই যে, লঙ্গর খানা এবং ইংরেজী ও উর্দ্দুতে প্রকাশিত সাময়িকী, যাহার জন্য অধিকাংশ বন্ধু উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শন করিয়াছেন, এইগুলি ছাড়া একটি মাদ্রাসাও কাদিয়ানে খোলা হইয়াছে। ইহাতে এই উপকার সাধিত হইতেছে যে, একদিকে কম-বয়সী ছেলেরা শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং অন্যদিকে তাহারা আমার সেলসেলার নীতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হইতেছে। এই ভাবে খুব সহজে একটি জামা'ত তৈয়ার হইয়া যায়। বরং কোন কোন সময়ে তাহাদের পিতামাতারাও সেলসেলায় প্রবেশ করে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই মাদ্রাসা বড় অসুবিধার মধ্যে রহিয়াছে। যদিও আমার অতি প্রিয় ভাই মালীর কোটলার প্রধান নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মাসিক ৮০ টাকা এই মাদ্রাসার জন্য সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তথাপি শিক্ষকগণের বেতনও মাসে মাসে আদায় করা হইতেছে না। মাথার উপর শত শত টাকার ঋণ থাকিয়া যাইতেছে। এতদ্‌ব্যতীত মাদ্রাসার জন্য কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এ যাবৎ এই গৃহগুলি নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য চিন্তা ছাড়াও এ চিন্তাটি আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। এই ব্যাপারে কি করণীয় আছে তাহা সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়াছি। অবশেষে একটি উপায় উদয় হইল যে, আমি এখন আমার জামা'তের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগকে কঠোরভাবে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব যে যদি তাহারা পূর্ণ মনোযোগের সহিত এই মাদ্রাসার জন্যও মাসিক চাঁদা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কিছু না কিছু নির্ধারণ করা উচিত। এই ব্যাপারে কখনও তাহাদের পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নহে কোন বিশেষ কারণে কেহ যদি অপারগ হয় তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহারা চাঁদা দিতে অসমর্থ হইবেন তাহাদের জন্য বিশেষভাবে এই চিন্তা করা হইয়াছে যে, লঙ্গর খানার জন্য তাহারা যে অর্থ প্রেরণ করেন উহার এক চতুর্থাংশ মাদ্রাসার জন্য উল্লেখিত নবাব সাহেবের নামে প্রেরণ করিবেন। লঙ্গর খানার সহিত

একসঙ্গে তাহাদের অর্থ প্রেরণ করা কখনও উচিত হইবে না। বরং পৃথক 'মনি-অর্ডার' যোগে প্রেরণ করা উচিত হইবে। যদিও প্রতিদিন আমাকে লঙ্গর খানার কথা ভাবিতে হয় এবং ইহার চিন্তা সরাসরি আমার উপর বর্তায় এবং আমার সময় নষ্ট করে, তথাপি মাদ্রাসার চিন্তাও আমাকে ব্যাকুল করে। সুতরাং আমি এই সেলসেলার যুবকদের নিকট সর্বতো আশা পোষণ করি যে, তাহারা আমার এই আবেদনকে আবর্জনার ন্যায় ছুড়িয়া ফেলিবে না এবং পূর্ণ মনোযোগের সহিত এই বিষয়ে তৎপর হইবে। আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলি না; বরং ঐ কথাই বলি যাহা খোদাতা'লা আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত করেন। এই বিষয়টির উপর আমি অনেক ভাবিয়াছি এবং বার বার ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি। আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, কাদিয়ানের এই মাদ্রাসাটি যদি কায়েম থাকিয়া যায় তাহা হইলে ইহা বড় আশীষের কারণ হইবে এবং ইহার মাধ্যমে নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি দল আমাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যদিও ইহা অবগত আছি যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী ধর্মের জন্য অধ্যয়ন না করিয়া জাগতিক উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের পিতা-মাতাদের ধ্যান-ধারণাও ইহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তথাপি ইহা সত্ত্বেও প্রতি দিনের সংস্পর্শে নিশ্চয়ই প্রভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি ২০জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জনও এইরূপ বাহির হয় যাহার মন মস্তিষ্ক ধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং যে আমার সেলসেলা ও আমার শিক্ষার উপর আমল করিতে শুরু করে, তথাপি আমি মনে করিব যে, এই মাদ্রাসা নির্মাণের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। অবশেষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মাদ্রাসা সর্বদা এহেন দুর্বল অবস্থায় থাকিবে না। বরং আমি বিশ্বাস করি ছাত্রদের ফিস বাড়িয়া যাইবে এবং তাহা দ্বারা প্রভূত সাহায্য হইবে। অতএব এখন লংগর খানার অর্থ কাটিয়া মাদ্রাসাকে দেওয়ার দরকার নাই। সুতরাং ইহা কার্যকর হওয়ার পর আমার এই নির্দেশ রদ হইয়া যাইবে এবং লংগরখানা, যাহা প্রকৃতপক্ষে একটি মাদ্রাসাই বটে, ইহা নিজ অর্থের এক চতুর্থাংশ পুনরায় ফিরিয়া পাইবে। এই কঠিন উপায়টি, যদ্বারা লংগরখানার ক্ষতি হইবে, তাহা আমি কেবল মাত্র এই জন্য অবলম্বন করিয়াছি যে, দৃশ্যতঃ আমার মনে হয়, যে পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন নূতন চাঁদায় তাহা সম্ভবতঃ মিটিতে নাও পারে। কিন্তু যদি খোদার ফযলে এই প্রয়োজন মিটিয়া যায় তাহা হইলে এই কম বেশীর দরকার হইবে না। আমি লংগর-খানাকে এই জন্য মাদ্রাসা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছি যে, যে সকল মেহমান আমার নিকট আগমন করেন এবং যাহাদের জন্য লংগরখানা চালু রহিয়াছে, তাহারা আমার উপদেশ শুনিয়া থাকেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে, যে সকল লোক সর্বদা আমার উপদেশ শ্রবণ করেন খোদাতা'লা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন এবং তাহাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবেন। এখন আমি এখানেই সমাপ্ত করিতেছি এবং খোদাতা'লার নিকট চাহিতেছি যে, আমি যে দাবী পেশ করিয়াছি তিনি তাহাদিগকে ইহা পূর্ণ করার সামর্থ্য দান করুন এবং

ধন সম্পদে বরকত দান করুন এবং এই পূর্ণ কর্মের জন্য তাহাদের হৃদয়কে খুলিয়া দিন। আমীন। অতঃপর আমীন। ওয়াসসালামো আলা মানেত্‌তা বায়াল হুদা) (শান্তি তাহার উপর যে হেদায়েত অনুসরণ করে)। (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

মরহুম হযরত সাহেবজাদা মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

হযরত সাহেবজাদা মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের বিশেষ শিষ্য মিয়া আহম্মদ নূর ১৯০৩ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে স্বপরিবারে খোস্‌ত হইতে কাদিয়ানে পৌঁছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, মৌলবী সাহেবের মৃতদেহ এক নাগাড়ে ৪০ দিন পর্যন্ত ঐ সকল পাথরের নীচে পড়িয়া রহিয়াছিল, যদ্বারা তাঁহাকে সঙ্গেসার করা হইয়াছিল। অতঃপর আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ বাহির করিয়া সংগোপনে শহরে লইয়া আসিলাম। সন্দেহ ছিল যে আমীর এবং তাহার কর্মচারীরা বাধা দিবে। কিন্তু শহরে এই ভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল যে প্রত্যেকে নিজেদের বিপদ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল। সুতরাং আমরা সহজেই মরহুম মৌলবী সাহেবের মৃত দেহ কবরস্থানে লইয়া গেলাম এবং জানাযা পড়িয়া তাঁহাকে সেখানে সমাহিত করিলাম। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে, যখন মৌলবী সাহেবকে পাথরের স্তূপ হইতে বাহির করা হইল তখন তাঁহার দেহ হইতে কস্তুরের ন্যায় সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। ইহাতে লোকেরা খুব প্রভাবান্বিত হইল।

এই ঘটনার পূর্বে কাবুলের আলেমগণ আমীরের আদেশক্রমে মৌলবী সাহেবের সহিত বিতর্কের জন্য সমবেত হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব তাহাদিগকে বলেন, তোমাদের দুইজন খোদা আছে। কেননা তোমরা আমীরকে এইরূপ ভয় কর, যেইরূপ ভয় খোদাতা'লাকে করা উচিত। কিন্তু আমার একজন খোদা আছেন। এই জন্য আমি আমীরকে ভয় করি না। গ্রেফতারের পূর্বে যখন তিনি গৃহে ছিলেন এবং গ্রেফতারের ব্যাপারে কিছুই জানিতেন না তখন তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে আমার হস্তদ্বয়! তোমরা কি হাত কড়া সহ্য করিতে পারিবে? ইহাতে তাঁহার গৃহের লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মুখ হইতে এ কি কথা বাহির হইল? তখন তিনি বলেন, আসরের নামাযের পর তোমরা জানিতে পারিবে ব্যাপারটা কি। অতঃপর আসরের নামাযের পর হাকিমের সিপাহীরা আসিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিল। গৃহের লোকদিগকে তিনি উপদেশ দিয়া বলিলেন, আমি যাইতেছি, কিন্তু দেখ এমন না হয় যে তোমরা অন্য কোন পথ অবলম্বন করিয়া বস। যে ঈমান ও আকীদার উপর আমি প্রতিষ্ঠিত আছি, তোমাদের ঈমান ও আকীদা তাহাই হওয়া উচিত। গ্রেফতার হওয়ার পর রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় তিনি বলেন, আমি এই জনসমাবেশের প্রধান ব্যক্তি। বিতর্কের সময় আলেমগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ঐ কাদিয়ানী ব্যক্তির পক্ষে

কি বল, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করে। তখন মৌলবী সাহেব উত্তর প্রদান করেন যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার ব্যাপারে অনেক চিন্তা করিয়াছি। তাঁহার মত ব্যক্তি পৃথিবীতে কেহ মওজুদ নাই এবং সন্দেহাতীতভাবে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং তিনি মৃতদিগকে জীবিত করিতেছেন। তখন মোল্লারা চিৎকার করিয়া কহিল, সে কাফের এবং তুমিও কাফের এবং তাঁহাকে আমীরের পক্ষ হইতে তওবার পরিবর্তে সঙ্গে-সারের ধমক দেওয়া হইল। ইহাতে তিনি বুঝিয়া ফেলেন যে তিনি মারা যাইবেন। তখন তিনি এই আয়াত পড়েন :—

"রাব্বানা লা তুযেগ কুলুবানা বায়াদা এয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিন্‌লা দুন্‌কা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওহ্হাব"

অর্থাৎ, হে আমাদের খোদা! আমাদের হৃদয়কে বক্রতা হইতে রক্ষা কর অতঃপর তুমি আমাদিগকে যে হেদায়াত দিয়াছ উহার পদস্খলন হইতে আমাদিগকে হেফাযত কর এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা বর্ষণ কর। কেননা সব করুণা তুমিই বর্ষণ কর।

অতঃপর যখন তাঁহাকে সঙ্গেসার করা হইতে লাগিল তখন তিনি এই আয়াত পড়েন :— "আন্তা ওলীইই ফিদ্‌ দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে তোয়াফ্‌ফানী মুসলেমাঁও ওয়াল হেকনী বিস সালেহীন" অর্থাৎ, হে আমার খোদা! তুমি ইহকালে ও পরকালে আমার অভিভাবক ও বন্ধু। আমাকে ইসলামে মৃত্যু দাও এবং তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। ইহার পর তাঁহার উপর পাথর চালানো হইল এবং মরহুম হযরতকে শহীদ করা হইল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। অতঃপর প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাবুলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। আমীর হাবিবউল্লাহ খানের আপন ভাই নসরুল্লাহ খান, যে এই হত্যা কাণ্ডের মূলে ছিল, তাহার গৃহে কলেরা দেখা দিল এবং তাহার স্ত্রী ও সন্তান মারা গেল। এবং প্রতি দিন প্রায় ৪০০ লোক মরিতে লাগিল তদুপরি শাহাদতের রাত্রিতে আকাশ লাল হইয়া গেল। ইহার পূর্বে মৌলবী সাহেব বলিতেন যে, আমার উপর বার বার ইলহাম হয় :— "এযহাব এলা ফেরাউনা ইন্নি মায়ায আসমায়ু ওয়ারা ওয়া আন্‌তা মোহাম্মাদুন মোনাবেরুন মোয়াত্তারুন" এবং বলেন, আমার উপর ইলহাম হয় যে, আকাশে হৈ চৈ পড়িয়াছে এবং পৃথিবী ঐ ব্যক্তির ন্যায় কাঁপিতেছে, যে কম্পন-বিশিষ্ট জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। জগদ্বাসী ইহা জানেন। এই ঘটনা সংঘটিত হইবে এবং বলেন, আমার নিকট সর্বদা ইলহাম হইতেছে যে, এই পথে নিজের জীবন দিয়া দাও, পরওয়া করিও না। খোদা কাবুল ভূ-খণ্ডের কল্যাণের জন্য ইহাই চাহিতেছেন।

মির্জা আহ্‌মদ নূর বলেন, মৌলবী সাহেব দেড় মাস পর্যন্ত জেলে ছিলেন। কিন্তু পূর্বে আমি লিখিয়াছিলাম যে, তিনি চার মাস জেলে ছিলেন। ইহা বর্ণনার মতভেদ। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সকলে একমত। ওয়াস্‌সালামু-আলা মানেত্তাবায়াল হুদা।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[৩রা মার্চ (ওয়াফা) ১৯৮৪ইং ১৩৬৩ হিঃ শাঃ (লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আঃ আওয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী

তাশাহুদ, তা'উয এর পরে হুযূর সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করেন। তারপর বলেন, "গত জুমুআর খুতবায় আমি সালমান রুশদীর শয়তানী বই সম্বন্ধে আমার কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। তবে এখনো বিষয়টা সম্পূর্ণ হয় নি। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় রয়েছে যেগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে এখন সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন। আর এরা মানুষের সমস্ত মনোযোগ, সালমান রুশদীর বই এর নোংড়ামী থেকে সরিয়ে এই সব মৌলিক প্রশ্নের দিকে আকৃষ্ট করাচ্ছে। ভাবটা এমন যেন মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে বা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মূল দ্বন্দই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কি নাই!

পবিত্র সত্তাদের অবমাননা কিংবা স্বয়ং খোদাতা'লার পবিত্রতার উপর আক্রমণের ব্যাপারে কুরআন শরীফে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান। এই সময়ে মুসলমানদের উচিত ছিল সমস্ত পৃথিবীর সামনে কুরআনের এই শিক্ষাকে খুব ভালভাবে তুলে ধরা। জগদ্বাসীকে বলা প্রয়োজন ছিল যে, এ ধরণের পরিস্থিতিতে কুরআন শরীফ আমাদেরকে কি করতে বলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কাজটা না করে যে ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে আর যেমন সব ফত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হয়েছে বেশী। এতে করে শত্রুরা ইসলামের কল্পিত রূপকে আরও বিভৎস আকারে জগতের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। তাই আজকে আমি এ প্রসঙ্গে জামা'তের এবং এই জামা'তের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর সামনে পবিত্র মনীষী কিংবা খোদাতা'লার উপর জঘন্য আক্রমণের বেলায় কুরআন করীম আমাদেরকে কি শিখিয়েছে, আর কি করতে বলেছে সেটা তুলে ধরতে চাই।

কুরআন করীমের কয়েকটা আয়াত এ বিষয়ের জন্য আমি বেছে নিয়েছি। একটা হল:
ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من علم ولاباۤئهم .... بهذا الحديث اسفا
(كهف ع ١)

সূরা কাহাফের ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌তা'লা বর্ণনা করছেন যে খৃষ্টনরা খোদাতা'লার পবিত্রতার উপর সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন এক পুত্র সন্তান আরোপ করেছে যার জন্ম একজন মেয়ের গর্ভে। যদিও মূর্তি পূজারী কোন কোন ধর্মে একই ধরণের বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র পুত্রদেরকে মহিলার গর্ভজাত আখ্যায়িত করে না। ما شاء الله আর যদি এরকম বলাও হত, তথাপি এখন সেটা ইতিহাসের অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান মতবাদের এই বিশ্বাস যা পৃথিবীতে প্রসারিত এবং প্রভাব বিস্তারকারী হবার কথা ছিল, এই অবমাননাটাকে কুরআন শরীফ দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছে। কুরআন বলে كبرت كلمة......افواههم
(كهف)

অর্থাৎ তোমরা চিন্তাও করতে পার না যে এরা কত জঘন্য কথা বলছে। এদের আস্পর্ধা কোন সাধারণ আস্পর্ধা নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার দিকে দৈহিক সঙ্গম আরোপ করা হচ্ছে। একজন মহিলার গর্ভ থেকে পুত্র সন্তানের জন্ম কেবল এই ধারণারই সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ان يقولون الا كذبا অর্থাৎ এরা কেবল মিথ্যা বলছে। কিন্তু তাদেরকে কোন ধরণের শাস্তি দেওয়ার উল্লেখ নেই। সব চেয়ে বড় পবিত্রতা তো প্রকৃত পক্ষে কেবল আল্লাহ্‌তা'লার! তাঁর সম্বন্ধে চরম অবমাননাকর উক্তির কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা সত্বেও শাস্তি প্রয়োগ না করা আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে জানায় যে, খোদাতা'লা নিজ হিক্‌মতে মানুষকে খোদাতা'লার অবমাননার কারণে কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেন নি।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ? এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করার মাধ্যমে সেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, فلعلك.........اسفا

অর্থাৎ যদি এরা তোমার উপদেশ না শুনে, তোমার কথা না বুঝে এবং ঈমান না আনে তবে কি তুমি তাদের এই চরম অবমাননাকর আস্পর্ধার কারণে দুঃখে নিজেকে শেষ করে দিবে?' সুতরাং যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য আর অনুকরণীয় কিছুই হতে পারে না। আর মনের কষ্টের ফলে যে সৎকর্ম করা হয়, সেই সৎকর্ম ইসলামের উপর আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করে থাকে। মনের কষ্টের সাথে, সৎকর্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এই মহান জেহাদ যার সূচনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) করেছিলেন, এই যাতনার সাথে এর একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

অবমাননার দ্বিতীয় একটা উদাহরণ কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে যেটা খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এই অবমাননা খোদাতা'লার নয় বরং আক্রমণটা স্বয়ং খৃষ্টানদের উপর করা হয়েছে। অদ্ভুত আল্লাহ্‌তা'লার শান এবং অদ্ভুত কুরআনের মহিমা! দু'টো উদাহরণই খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম উদাহরণে খৃষ্টান মতবাদ আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্রতার উপরে আক্রমণ চালিয়েছে আর দ্বিতীয় উদাহরণে খৃষ্ট ধর্মের শত্রুরা স্বয়ং হযরত মসীহ্ এবং হযরত মরিয়মের পবিত্রতার উপর আঘাত হেনেছে। ঘটনা একটাই যার থেকে এই দু'টো গল্প বানানো হয়েছে। এটাও ভুল আর ওটাও ভুল। আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র সন্তান হওয়াটাও ভুল আর হযরত মসীহ্‌র নাওযুবিল্লাহ্ অবৈধ সন্তান হওয়াটাও ভুল। দ্বিতীয় অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন,

- و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما

অর্থাৎ খোদাতা'লা যে সব কারণে ইহুদীদের উপর লা'নত করেছেন তার মাঝে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে তারা হযরত মরিয়মের উপর বড় ধরণের অপবাদ দিয়েছিল। এই অপবাদের মাধ্যমে হযরত মরিয়মের উপর বড়ই জঘন্য হামলা করা হয়েছে। তিনি হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মা হবার কারণে খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আর একই সাথে তাদের তথাকথিত খোদার পুত্রের উপরও আক্রমণ করা হয়েছে যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন পবিত্র সত্তা ও খোদার সত্য রসূল ছিলেন। কুরআন করীমের ভাষ্য কত মহান! এটা বলা হয় নাই যে, যেহেতু খৃষ্টানরা খোদাতা'লার সত্তার উপর আক্রমণ করেছে তাই তাদের উপরও হামলা কর, তাদেরকেও কষ্ট দাও বরং কুরআন খৃষ্টানদের মনে আঘাত দানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, একদল অত্যাচারী আল্লাহ্‌-তা'লার সত্তার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আবার আরেক দল যালেম আছে যারা আল্লাহ্‌-তা'লার উপর আক্রমণকারীদের উপর আক্রমণ করছে। দু'টো হামলাই অবৈধ আর দু'টোই অপবিত্র। আর এটা সত্যের বিশেষ দায়িত্ব যে, যেখানে মিথ্যা এবং অসত্য দেখবে, সেখানেই তার প্রতিবাদে জিহাদ করবে। এই হচ্ছে কুরআনের শিক্ষা। আর এই দু'টোর স্থলে কোথাও নাই যে, যেহেতু খৃষ্টানরা খোদার মর্যাদাহানি করেছে, তাই তোমরা তলোওয়ার বের কর এবং তাদেরকে আক্রমণ কর আর তাদের শিরোচ্ছেদ করে দাও। কিংবা কোথাও নাই যে, যেহেতু ইহুদীরা খৃষ্টানদের এবং তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বুযুর্গদের উপর জঘন্য আক্রমণ করেছে তাই উঠো আর তাদেরকে আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দাও।

তৃতীয় আরেক স্থলে আল্লাহ্‌তা'লা একই বিষয়ের সাধারণ একটা চিত্র তুলে ধরেছেন সেই সাথে একজন মুসলমানের প্রতিক্রিয়ারও উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে দু'টো আয়াত একই বিষয়ে আলোকপাত করছে। একটা আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার ১৪১ আয়াত যাতে আল্লাহ্ বলেছেন :

و قد نزل عليكم فى الكتب ان اذا سمعتم ايت الله يكفر بها و يستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره - انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكفرين فى جهنم جميعا

(তরজমা ঃ এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐ গুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, সেই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে করিবেন ;)

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে, খোদাতা'লা তোমাদের জন্য এই কিতাবে আদেশ প্রদান করছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার আয়াতসমূহের অস্বীকার শুনতে পাও বা সেগুলি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ হতে দেখ, যা এখন সালমান রুশদীর বই এর ব্যাপারে হুবহু ঘটেছে, তখন তোমরা কি করবে ? তোমরা কি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের ফত্‌ওয়া দিবে ? কিংবা নিষ্পাপ এবং অজ্ঞ মুসলমানদের পথে নামিয়ে তাদেরকে গুলি দিয়ে ঝাঁঝ্‌ড়া করাবে ? কক্ষনো না। আল্লাহ্‌ বলছেন এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের জন্য কেবল একটাই প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত করা হয়েছে আর সেটা হল - فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره অর্থাৎ তাদের সাথে বসবে না (মেলামেশা রাখবে না) কিন্তু তবুও চিরকালের জন্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবে না। যদি তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের দুষ্টুমী ও কষ্টদায়ক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়, তবে পুনরায় তাদের সঙ্গে বসতে পার। আর এই বসতে নিষেধ করার আদেশটা নিজ সত্তায় একটা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আদেশ। বসার দু'টো কুফল বেরুতে পারে। কখনো কখনো দুর্বল চিত্তের অধিকারীরা তাদের বুযুর্গদের উপর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সমস্ত নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে আক্রমণকারীদের হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হয়। আর পৃথিবীতে সর্বত্র এভাবে অশান্তি ছড়াতে পারে। দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে এই যে, মানুষের নিজের আত্মাভিমানটাও ধ্বংস হয়ে শেষ মেশ ঈমানটাই নষ্ট হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু'দিকেই বিপদ। সুতরাং দেখুন কত চমৎকার আর কত সভ্য একটা শিক্ষা ! আর কেমন সুন্দরভাবে মানুষের আবেগকে, আর সেই আবেগ থেকে অন্যদেরকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তোমরা এ ধরণের অপমানজনক কথাবার্তা শুনবে সেখানে আর না বসে উঠে পড়। আর তাদের শাস্তির সমস্ত দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। - ان الله جامع المنافقين و الكفرين فى جهنم جميعا আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই মোনাফেক এবং অবিশ্বাসীদের সবাইকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

আরেক স্থলে আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ

و اذا رايتم الذين يخوضون فى اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث

غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ০ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيئ ولكن ذكرى لعلهم يتقون - (انعام ৭০ ৭৯)

যখন তোমরা এমন লোকদের দেখ যারা আমাদের আয়াতসমূহের ব্যাপারে লাগামহীন, ভিত্তিহীন অবান্তর কথা বলে, فاعرض عنهم তখন তোমরা তলোওয়ার নিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়োও না বরং তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর حتى يخوضوا فى حديث غيره এখানেও আবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ চিরকালের সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা স্থায়ী বয়কটের আদেশ দেয়া হয় নি। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত দুষ্ট তার এই শয়তানীতে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন কর। কিন্তু তারা যদি অন্যান্য বিষয়ে আজে বাজে কথাবার্তা বলে, তবে তাদেরকে বলতে দাও, তারা এমনটা বলেই থাকে। এই ব্যাপারের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে মনে রাখবে, ধর্মীয় বিষয়ে গায়রত (আত্মাভিমান) প্রদর্শন করা তোমাদের কর্তব্য। আর গায়রতের দাবী হচ্ছে তোমরা এমন ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাবে।

و ما ينسينك الشيطان فلا تقعد معهم بعد الذكرى مع القوم الظالمين

আর যদি শয়তান তোমাদের ভুলিয়ে দেয় তবে এই উপদেশের পর তোমরা তাদের সাথে আর বসবে না। এখানে ينسينك الشيطان এর অর্থ কি? এস্থলে অর্থ হচ্ছে যে, এমন সমস্ত লোকেরা যারা দুর্বল চিত্তের অধিকারী যারা এই সব বাজে কথা শুনে চটে যায় এবং প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে, এ ধরণের লোকদের পরবর্তীতেও এমন লোকদের কাছে বসার অনুমতি নেই। কেননা এতে ধীরে ধীরে তাদের ঈমানই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইসলাম যুক্তি প্রমাণ থেকে পালানোর শিক্ষা দেয়নি বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং জঘন্য কথাবার্তা থেকে পৃথক হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। আর এদের সাথে শক্ত ব্যবহার কিংবা এদের মুখ বন্ধ করার ক্ষেত্রে কুরআনের পরবর্তী আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, و ما على الذين حسابهم من شيئ যারা আল্লাহ্‌তা'লার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেন, তাদের কাছে এসব লাগামহীন ও বাজে লোকদের কোন হিসাব নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের কোন দোষ বা দায়িত্ব একেবারেই নেই। সুতরাং যখন দায়িত্ব তোমাদের নয়, আর হিসাব তোমাদের কাছে চাওয়া হবে না, তবে তোমরা আইনকে নিজের হাতে কেন তুলে নিচ্ছ? و لكن ذكرى হ্যাঁ, একটা কাজ তোমাদের রয়েছে আর সেটা হচ্ছে তোমরা তাদের উপদেশ দাও এবং বোঝানোর মাধ্যমে যা করা যায়, কর। لعلهم يتقون হতে পারে অসম্ভব কিছুই না, তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বনও করতে পারে। সুতরাং যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ আছে বলে তোমরা মনে কর, তাদের সম্বন্ধে এটা কিভাবে বলা চলে যে, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতেও পারে!!

কেবল উল্লেখিত ৩/৪টি আয়াতেই নয় বরং কুরআন করীমের যে স্থলেই এই বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে কোথাও খোদার কিংবা তাঁর পবিত্র বান্দাদের

অবমাননাকারীদের নিজের শাস্তি দেওয়ার অধিকার মানুষকে দান করা হয় নি। বরং শাস্তি দেয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্‌তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রেখেছেন। আর বার বার বিষয়টা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

খোদাতা'লার গৃহীত এই পদ্ধতি একটা বড় হিকমতের বাহক। এর উপর বিশ্ব-শান্তি নির্ভরশীল আর মানব সমাজকে অশান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে এই শিক্ষা আবশ্যক। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মর্যাদা ও পবিত্রতার মাপকাঠি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন ধরণের। আর প্রত্যেক জাতি নিজেদের মনে, নিজস্ব ব্যক্তিত্বদেরকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। আবার তাঁদের অবমাননা কিংবা মানহানীর ধারণাও বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতার কারণে লোকেরা বলে যে তোমরা যদি আমাদের বুযুর্গদের নামও মুখে আন এটাও তাঁদের অবমাননা! আল্লাহ্‌তা'লা যদি প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব চিন্তানুসারে বুযুর্গদের অবমাননার শাস্তি দান করার অনুমতি দিতেন তবে সারা পৃথিবীতে অরাজকতা ছেয়ে যেত। সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের উপর হামলা-কারী প্রতীয়মান হত। আবার কয়েকটা এমন আবেগপ্রবণ ধর্মও আছে যে সবের অনুগামীরা তাদের উপর আক্রমণ না করা সত্বেও আক্রমণ করা হয়েছে বলে মনে করে। তাই মানব সমাজকে অশান্তি ও অরাজকতা থেকে বাচানোর জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা দান করেছেন। আর বিশ্ব-জ্ঞানী এই শিক্ষা আর কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। কেননা, অন্য কোন ধর্ম আন্তর্জাতিক নয়, আর ছিলও না। কেবলমাত্র সেই ধর্মকে এই সর্বোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, যা সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরিত।

সুতরাং কুরআনের এ সমস্ত শিক্ষা বেশী বেশী করে পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্য ও খৃষ্টান জগতের সামনে তুলে ধরা উচিৎ। তাদেরকে বলা উচিৎঃ তোমরা আমাদেরকে কি সভ্যতা শেখাবে? তোমরা তো কেবল ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করছ। আর তাও সমস্ত ইসলামের শিক্ষাকে তোমরা রপ্ত করনি বরং তার কিয়দংশ গ্রহণ করেছ মাত্র! যাকে আজ তোমরা সভ্য যুগের সভ্যতা হিসেবে গ্রহণ করেছ, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তার মাঝে অনেক খুঁত রয়েছে। তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তোমরা যা কিছু উত্তম বর্ণনা কর তা পূর্বেই ইসলামে বিদ্যমান। আর যা কিছু তোমরা পাওনি তাই ইসলামের কাছে আছে। আর সভ্যতার নামে তোমরা যে শিক্ষা পরিবেশন করেছ সেগুলির খুঁতও ইসলাম চিহ্নিত করেছে।

সুতরাং মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই যে, কুরআন করীম দু'টো ক্ষেত্রকে পৃথক করেছে। শারীরিক ক্ষেত্রকে আলাদা আর কথার ক্ষেত্রকে আলাদা। যে সমস্ত আক্রমণ শারীরিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ইসলাম সেগুলির প্রত্যুত্তর শারীরিকভাবে দেয়ার অনুমতি দেয়। আর কথার আক্রমণের পাল্টা জবাব কথারই মাধ্যমে দেয়ার অনুমতি প্রদান করে। এটাও শিক্ষা রয়েছে যে, যদি কেউ সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিকে গালমন্দ করে, এক্ষেত্রে খোদা আর বুযুর্গদের প্রশ্ন নেই, আর সেই গালমন্দ সহ্য করতে না পেরে যদি কেউ তেমনি কোন

অপসন্দীয় কথা বলে ফেলে তবে ইনসাফ আর অতুলনীয় শিক্ষার আলোকে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিরুপায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার অস্ত্র বের করার বা হত্যা করার বা শারীরিক শাস্তি দেয়ার কোন অধিকার নেই। সুতরাং এগুলি দু'টো পৃথক বৃত্ত। যেখানে আক্রমণ তলোওয়ার দিয়ে করা হয়, সেস্থলে তলোওয়ার দ্বারা সেটাকে প্রতিহত করা কেবল বৈধই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফরযও হয়ে যায়। আর যদি কথা বা কলম দ্বারা আঘাত করা হয়ে থাকে তবে কথা বা কলম দিয়ে উত্তর দেয়া কেবল বৈধই নয় বরং আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, পাশ্চাত্য জগতকে ইসলামের বিকৃত চিত্র পরিবেশন করার সুযোগ না দিয়ে যদি কথার মাধ্যমে এই আক্রমণের উত্তর দেয়া হত, আর কুরআন প্রদত্ত হাতিয়ার উত্তম-ভাবে ব্যবহার করে এই হামলাকে প্রতিহত করা হত, তবে তাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া যেতো। এ যুদ্ধে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ অস্ত্রের যুদ্ধেও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কথা ও কলমের যুদ্ধে সেই বুদ্ধিমত্তার আরও বেশী দরকার রয়েছে। আমাদের খোঁজ নেয়া উচিৎ ছিল যে, আজ পাশ্চাত্যের কাছে কোন্ অস্ত্রটা আছে যা দ্বারা সে আজ ইসলামের উপর হামলা করছে? আমরা সেই একই অস্ত্র দিয়ে কেন পাল্টা আক্রমণ করি না? হ্যাঁ, তবে আমরা কারও অবমাননা করতে পারি না। কেননা, যাঁরা তাদের কাছে সম্মানিত তারা আমাদের নিকটেও সম্মানিত। এ কারণে এই যুদ্ধ অনেকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর একপক্ষের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এবং তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণের উপর আঘাত হানে, তখন فلعلك باخع نفسك (অর্থাৎ দুঃখে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলা) এর শিক্ষার উপর আমরা আমল করতে পারব ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে পাল্টা আক্রমণের কোন সুযোগ থাকে না। কেননা হযরত মরিয়ম তাদের ন্যায় আমাদের নিকটেও সম্মানিত বরং কোন কোন দিক থেকে আমরা তাঁকে তাদের চেয়েও বেশী সম্মান করি। আবার খৃষ্টানদের তুলনায় আমরা হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর প্রকৃত রূপকে বেশী চিনি। সুতরাং এই ধরণের একটা অসম যুদ্ধে হিকমতের আরও বেশী প্রয়োজন!!

তবে প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই আক্রমণকে প্রতিহত করা যায়?

প্রথমতঃ আমি আমার গত খুতবায় জামা'তকে বলেছিলাম যে, যদিও এই জঘন্য বইটাকে পড়া একটা সাংঘাতিক আধ্যাত্মিক আযাব, তথাপি যদি পাল্টা উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন গবেষক আলেমকে বইটা পড়তে হয় তবে সেটা হবে বাধ্য হয়ে। সেক্ষেত্রে حتى يخوضوا فى حديث غيره (অর্থাৎ অন্য কথা আরম্ভ না করা পর্যন্ত আলাদা থাক) এর শিক্ষা এখানে কার্যকরী নয়, কেননা, এখানে ইসলামের সার্থে একটা কষ্টদায়ক কাজ করতে হচ্ছে। যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা আহত হয়, পঙ্গু হয়, আবার প্রাণও বিসর্জন দেয়। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। সুতরাং খোদার খাতিরে কতিপয় গবেষককে এই কষ্ট সহ্য করতে হবে আর তাদেরকে বইটা বিশেষভাবে পড়ে এর বিস্তারিত বিষয়াদি জানতে হবে। সব ধরণের অপবাদগুলিকে

চিহ্নিত করতে হবে, তারপর ইসলামের ইতিহাসের আলোকে যাচাই করতে হবে যে সেগুলির কোন ভিত্তি আদৌ আছে কি নাই। তাদের ভিত্তি যদি অত্যন্ত দুর্বলও হয় তবুও সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। আবার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদসমূহকেও চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় এমন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হওয়া উচিৎ যেগুলিতে এই সব নোংড়া অপবাদের খণ্ডন সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায় আর পাশ্চাত্যবাসীদেরকে বলতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে তারা অসৎ আর মিথ্যাবাদী এবং মনে কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

সভ্যতার যে পোষাক তারা পড়ে বেড়াচ্ছে, সেই সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শিখিয়েছে। আবার তারা সম্পূর্ণ পোষাকও পরিধান করে নি। কেউ টুপি পড়েছে। আবার কেউ কেউ পাজামা পড়েছে। অর্থাৎ কেউ একটা অংশ নিয়েছে, কেউ অন্যটা নিয়েছে। এরা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামের সমস্ত শিক্ষার ছিলকা পরার চেষ্টা সত্বেও কয়েক জায়গা দিয়ে উলঙ্গও বটে। তাই, আজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ ইসলামী পোষাক পরিধান করে অর্থাৎ ইসলামী তাক্‌ওয়ার পোষাকে পূর্ণভাবে আবৃত ও তৈরী হয়ে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিতে হবে। তারপর আপনারা দেখতে পারবেন আল্লাহ্‌র কৃপায় শত্রুকে প্রতি ক্ষেত্রে কিভাবে পরাস্ত হতে হয়।

দ্বিতীয় প্রতিকার, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমান প্রধান সরকারগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সব সরকারকে এক্ষেত্রে আত্মাভিমান দেখানো উচিৎ। আর এমনভাবে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করা দরকার যাতে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বুঝতে পারে যে এটা একটা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতি. তারা এই ধরণের হামলাসমূহকে সহ্য করবে না। কিন্তু এই অসন্তোষ প্রকাশ এমনভাবে হতে হবে যেন শত্রুরা এর দ্বারা লাভবান না হয় এবং জগতকে ধোকা দিতে না পারে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে. তাতে শত্রুরা আরও সুযোগ হাতে পেয়েছে ; আর তারা জগতকে এর মাধ্যমে ধোকা দিচ্ছে। এমনকি তারা রাশিয়া আর জাপানে পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে খোমেনীর "রুশদী হত্যা ফতওয়ার" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। এই ধরণের ঘটনা সম্ভবতঃ এইটাই প্রথম। একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধর্মীয় গোছের ফতওয়ার কারণে ইউরোপের ১২টা দেশ ইরানকে এক ঘরে করে বসেছে। তারপর আবার প্রেসিডেন্ট বুশও ঘোষণা করেছেন যে. এ ব্যাপারে আমরা ইউরোপকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি'। এদের রাষ্ট্রদূতরা রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করেছে যেন তারাও ইরানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এমনকি অর্থনৈতিক সম্পর্কের অজুহাতে এরা মালয়েশিয়ার উপর একই চাপ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে যাতে করে ইসলামি দেশ হওয়া সত্তেও. সে যেন এই ফতওয়ার কারণে ইরান থেকে নিজের দূত ফেরৎ আনে। জাপানের কাছে গিয়েছে আর তাকেও দূত ফেরৎ আনতে বলেছে। এ সকল দেশের ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়াটা বাহ্যতঃ রাজনৈতিক ব্যাপার। কিন্তু এমন কোন চোখ নেই যা চিনতে পারবে

না যে, এই সবের পেছনে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রুতা কিংবা ইরানের শত্রুতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যে স্থলে ইরানের শত্রুতা মাথা চারা দিয়েছে, সেখানে ইসলামের উপর আক্রমণও প্রকাশ পাচ্ছে। যখন মুসলিম বন্ধু দেশগুলি তাদের জিজ্ঞেস করে তখন তারা বলে, 'আমরা তো কেবল ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছি। ইসলামের শত্রুতা আমাদের উদ্দেশ্যে নয়।' আর যখন তাদের মিত্র দেশগুলি প্রশ্ন করে তখন তারা উত্তর দেয় যে আমরা তো ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানার কোন সুযোগই ছাড়ি না। আর এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় যে সুযোগটা এরা গ্রহণ করছে, সেটা হচ্ছে সালমান রুশদীর বই এর নোংড়ামী আর জঘন্যতা থেকে জগতের সম্পূর্ণ মনোযোগ এত চতুরতার সথে সাড়িয়েছে যেন সেটা একটা পরোক্ষ বিষয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, খোমেনী সালমান রুশদীর হত্যার ফতওয়া প্রদান করছে আর মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অথচ ইরান বৃটেনকে প্রস্তাবও দিয়েছিল, তোমরা এই বইটার নিন্দা প্রকাশ কর আর এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ কর। তাহলেও আমাদের সম্পর্ক পূণস্থাপিত হতে পারে।' কিন্তু এরা বলল, 'এটা হতে পারে না। এই বই খানার নিন্দা আমরা করব না।'

এখানে এসে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীকে এরা জানাচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে খোমেনীর ফতওয়ার নিন্দা হওয়া উচিৎ কি উচিৎ নয়? আর তাদের দাবী হল এই যে, খোমেনীর এই ফতওয়ার নিন্দা হওয়া উচিৎ। আর যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, যে নোংড়ামী আর অসভ্যতার কারণে খোমেনী সাহেব এ কাজটা করেছেন, সেটার নিন্দা সম্বন্ধে তাদের মত কি? তখন তারা বলে, এটা তো বাক স্বাধীনতা, কলমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার।

যদি স্বাধীনতাই থেকে থাকে, তবে নোংরা পুস্তকের নিন্দা করার বেলায় তাদের মুখের তালা লাগে কেন? একটা অশ্লীলতাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও কেন তারা এর নিন্দা করছে না? এখানে এসে ইসলামের শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে যায়। আমি যে বিষয়টা পরিবেশন করছি সেটা নিছক একটা অপবাদ নয় বরং এদের কার্যকলাপের ধরন ধারণ স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, কেবল রাজনৈতিক শত্রুতা নয় বরং ইসলামের শত্রুতাও এ সব কিছুর মূলে ভূমিকা পালন করছে।

এ পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিকার সম্ভব?

যে ধরণের অস্ত্র শত্রুপক্ষ ব্যবহার করে ঠিক সেই একই ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করা কুরআন করীম অনুসারে কেবল বৈধ নয় বরং আবশ্যক। এ যুগে পাশ্চাত্যের কাছে দু'টো এমন অস্ত্র রয়েছে যেগুলি তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। একটা হচ্ছে বিশ্ববাসীর

অভিমত নিজেদের স্বপক্ষে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্থ-নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা। তাই দেখা যায় যখনই এরা কোন দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়, তখন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য জোটসমূহে চেষ্টা চালায় যেন সে দেশকে অর্থ-নৈতিকভাবে বয়কট করা হয়। এ দু'টো অস্ত্র এদের কাছে সভ্য এবং বৈধ আর কেউ এগুলির বিরোধিতা করতে পারে না। ইসলামিক বিশ্ব আজ এ দু'টো অস্ত্র নিজেদের স্বপক্ষে কেন ব্যবহার করে না? নিজের মা'সুম (নিরপরাধ) মুসলমানদেরকে পথে নামিয়ে নিজেদেরই গুলিতে ঝাঁঝড়া না করে কেবল আক্রমণকারী শত্রুর উপর আক্রমণ চালাও। আর সেই হাতিয়ার গুলিই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার কর যেগুলি ব্যবহারে সে পারদর্শী আর যেগুলি সে তোমাদের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

সালমান রুশদীর এই বই এর ফলে যে বিশ্ব অভিমত আমাদের স্বপক্ষে সায় দিত, আজ আমাদেরই ভুল প্রতিক্রিয়ার কারণে সেই বিশ্ব অভিমত তাদের পক্ষে চলে গেছে। অর্থাৎ অত্যাচারকারীও তারা আর অত্যাচারিতও তারাই। আজ পৃথিবীর একটা বিশাল শক্তিশালী অংশ পাশ্চাত্যের সুকৌশল প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের কারণে মনে করছে যে, মুসলমানরা আসলে অত্যাচারী আর পশ্চিমারা নির্যাতিত। কেননা তাদের প্রচারণা মতে এটা তো ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার দ্বন্দ্ব! এই দ্বন্দ্বে মুসলমানরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী আর পাশ্চাত্য সেই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট। অথচ, বইটার নোংরামী, অশ্লীলতা আর অবৈধ হামলা ১০০ কোটি মুসলমানদের মনকে যে অসহ্য মনঃকষ্ট দিয়েছে, তাদের কাছে এর কোনই গুরুত্ব নেই। মুসলমান দেশগুলির কাছে ধনসম্পদ আছে। যদি তারা চায় অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমেও তারা পাল্টা জবাব দিতে পারে। আবার বিশ্ব অভিমত অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সাথে একটা শক্ত কলম-যুদ্ধও লড়তে পারে। পাশ্চাত্যে এমন ভাল ভাল লেখক রয়েছেন, তাদেরকে যদি সময়ের এবং পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হয়, আর ব্যাপারটা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তবে এদের নিজেদের পত্র-পত্রিকা সেই আওয়াজকে ধামাচাপা দিতে পারবে না। এখানে উঁচু দরের ভাল জাতের বুদ্ধিমান লেখক আছেন, তাদের সাথে যদি আরবের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলি যোগাযোগ করে অনতিবিলম্বে পাল্টা উত্তর লিখতে উদ্বুদ্ধ করত, তাহলে বিশ্ব অভিমতের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরণের রক্ষণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করা যেত। বইপত্র লেখানো যেতে পারত। অর্থ ব্যয়ে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে, মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালভাবে তুলে ধরা যেতে পারত। লোকেরা পার্থিব বিষয়াদির জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী লাভ করার জন্য সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। আর কখনো কখনো যদি সংবাদ-পত্র থেকে সাহায্য না পায়, তাহলে সংবাদ পত্রের মালিকানা কিনে নেয়। একবার এই ইংল্যাণ্ডেই ১৮৮৮ইং এর কাছাকাছি সময়ের কথা। হিন্দুস্থানী একজন পারসী ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন। তিনি ভাল বক্তা এবং লেখক ছিলেন এবং ইংরেজদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন।

তার ধারণা ছিল যে, জনসাধারণ তার যোগ্যতার কারণে তাকে ভোট দিবে, জিতে যাবেন। নিজের সম্পর্কে তার এই ধারণা তো সঠিকই ছিল। কিন্তু তার এই বিশ্বাসটা ভুল ছিল যে, সেই জাতিটা তাকে এটা করতে দিবে। কেননা সে যুগে একজন হিন্দুস্থানী কাল ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন, ইংরেজদের কাছে তা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল! ঘটনা দাঁড়াল এই, যেদিন থেকে তিনি নির্বাচনী প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, সেদিন থেকে সমস্ত খবরের কাগজ তার খবর বয়কট করে বসল। একটা পত্রিকাও তার কোন সংবাদ ছাপাতো না। তখন তার ধনী পারসী পরিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং প্রভাবশালী পত্রিকাটাকে কিনতে হবে। তারা তখন সেই পত্রিকার অফিসে যোগাযোগ করে বলল, যদি তোমরা তোমাদের শেয়ার বিক্রি করতে চাও তবে আমরা কিনতে আগ্রহী। পরে তারা এতটা শেয়ার কিনে নিল যার ফলে পরিচালনা বোর্ডে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ফেলল। তারা ব্যবসায়ী ছিল বলে সম্পূর্ণ পত্রিকা না কিনে যতগুলি শেয়ার কিনার প্রয়োজন ছিল ততগুলি ক্রয় করেছিলেন। পরিণতিতে, সে দিনের পর তার খবরাখবর প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হ'ল। আর তার পক্ষে সমানে লেখালেখি চলল। ফলে নির্বাচনে ১৭ ভোটে তিনি জয়লাভ করলেন। ইংল্যাণ্ডে সেই যুগের সমাজে এর সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হল। একটা হিন্দুস্থানী আমাদের দেশে এসে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে আমাদেরই পার্লামেন্টের মেম্বার বনে বসল! তাই তার বিরোধী পদপ্রার্থী আদালতে কেস দায়ের করলেন যে ভোট গণনায় ভুল হয়েছে। ফলে আদালত পুনরায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভোট গণনা করায়। তখন এই পারসী ভদ্রলোক ১৭ ভোটের স্থলে ২২ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। মানুষ দুনিয়ার জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ কাজ করে থাকে, আর এর মাঝে দোষের কিছুই নেই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কাজে আপত্তি করতে পারে না।

অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু সউদী আরবের কথাই ধরুন। কেবল সউদী আরবের কাছে এত টাকা আছে যে, সে যদি ইংল্যাণ্ডের সব পত্রিকা কিনে নেয় তারপরও সে বুঝতেও পারবে না যে তার ভাণ্ডারে কোন কমতি রয়েছে! তার কাছে এত অর্থ রয়েছে সেই অর্থের কেবল সুদ দিয়েই এদের সমস্ত পত্র-পত্রিকা সে কিনতে পারে। আমি আগেও বলেছি যে পাশ্চাত্য জাতি, অন্যান্য যতই কারণ থাকুক না কেন, যদি তাদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক দিকটা বেশী লাভজনক প্রতীয়মান হয় তবে তারা অবশ্যই সেটাকে গ্রহণ করে। সউদী আরব যদি চায় তবে আজও এ কাজটা করতে পারে। সে পাশ্চাত্যের বড় বড় পত্রিকা কিনে তারপর সেগুলির মাধ্যমে সালমান রুশদীর এই আক্রমণের উত্তর প্রকাশ আরম্ভ করুক আর পশ্চিমা জাতিকে প্রকাশ্যে জানাক যে, এই সব কর্মকাণ্ড ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ ইসলামের উপর অত্যন্ত জঘন্য আক্রমণ করা হয়েছিল সে সবগুলির সুসভ্য, ভাল উত্তর দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। আজ ইসলামী বিশ্ব এত বেশী বিভক্ত যে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর পবিত্রতার উপর হামলায় গায়রতও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না। ইরানের ইমাম খোমেনী সাহেবের একটা ভুল ফত্ওয়া প্রদানের অর্থ এই নয় যে এই সমস্ত ব্যাপারে তার সঙ্গ ত্যাগ করতেই হবে। অথচ এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ১২ জন রাষ্ট্রদূতকে একই সময়ে ফেরৎ নিয়েছে। তার উপর, আমেরিকা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানদের কথা একটুও না ভেবে, তাদের সমর্থন করে যাচ্ছে। মুসলমানদের উচিৎ ছিল খোমেনীর এই ফতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে অন্যান্য সকল বিষয়ে তার সাথে একত্বতা ঘোষণা করা। পাশ্চাত্যকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল যে, যদি তোমরা এ কারণে খোমেনীর উপর আক্রমণ চালাও তবে আমরা খোমেনীর সঙ্গে থাকব। এটা যদি রাজনৈতিক যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে আমাদেরকে মুসলিম বিশ্ব থেকে পৃথক করা যাবে না। আর যদি ধর্মীয় কারণে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে তবে আমরা তো আগেই মুসলমান। ধর্মীয় আত্মাভিমান আমাদেরকে এমন একটা বাঁধনে আবদ্ধ করে রেখেছেন যেটা থেকে আমরা কোন মূল্যে পৃথক হতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটা আরব দেশের প্রতিক্রিয়া এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। একবার খৃষ্টানরা উত্তর সিরিয়ার সীমান্ত দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর রাজত্বের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেহেতু সে সময়ে হযরত আলী আর আমীর মোয়াবিয়ার মাঝে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল তাই খৃষ্টানদের ধারণা ছিল যে, আমরা আক্রমণ করলে আমীর মোয়াবিয়া আমাদের সাহায্য না করলেও হযরত আলী (রাঃ)-কে অন্ততঃ কোন সমর্থন দান করবে না। এক দীর্ঘ সময় ব্যাপী মুসলমানদের উত্তর সীমান্তে শত্রু পক্ষের সৈন্যরা সমবেত হতে থাকে। আমীর মোয়াবিয়া এই কথা জানতে পেরে রোমের সম্রাট সিজারের কাছে লিখেন: আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আলীর রাজত্বকে দুর্বল মনে করে তোমরা তার রাজ্যকে আক্রমণ করতে চাও, আর তোমরা মনে করেছ যেহেতু মোয়াবিয়া আর আলী (রাঃ)-এর মাঝে মতানৈক্য চলছে তাই মোয়াবিয়া এই পরিস্থিতিতে আলীর সাহায্য করবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এই ধারণাটা মিথ্যা। এটা মুসলিম বিশ্বের গায়রতের প্রশ্ন! যদি তোমরা আক্রমণ কর তবে জেনে রেখ যে সৈন্যরা আলীর পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়বে তাদের প্রথম সাড়িতে আলীর (রাঃ) পক্ষ থেকে মোয়াবিয়া থাকবে এবং তার সমস্ত শক্তিকে তখন হযরত আলীর সেবায় নিয়োগ করা হবে।" এটা এত শক্তিশালী চিঠি ছিল এবং এর প্রভাব এত বেশী হল যে, এর ফলে কোন ধরণের যুদ্ধই হয়নি। শত্রুরা বুঝতে পেরেছিল, ইসলামী-বিশ্ব স্বীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম, সে অবস্থায় তার উপর কোন আক্রমণ ফলপ্রসূ হবে না। আফসোস! আজ এই অপূর্ব ঐতিহাসিক যুগকে বিস্মৃত করা হচ্ছে। আজকে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইসলামের উপর চরম জঘন্য আক্রমণ সত্ত্বেও, ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং একটা আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভা ডাকার প্রয়োজন। সেটা মক্কা কিংবা পাকিস্তানের ইসলামাবাদেই হোক অথবা ইরানে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন অংশেই হোক। একজন আহ্বানকারীর প্রয়োজন। আর প্রয়োজন এমন একটা স্থানের যেখানে মিলিত হওয়া সম্ভব। আজ, আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার এটাই দাবী যেন সমস্ত মুসলিম বিশ্ব লাব্বায়েক বলতে বলতে সেই নিমন্ত্রণকে গ্রহণ করে নির্ধারিত স্থলে সমবেত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে আমরা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানকে রক্ষা করব। আর এই কাজ আমরা সম্পূর্ণভাবে কুরআন শরীফের শিক্ষার মাঝে থেকে করব। আর সে শিক্ষা থেকে এক পাও বেরুব না। আমি বর্ণনা করেছি কুরআন করীম এ প্রসঙ্গে একটা সম্পূর্ণ বিধান দান করেছে। আর আমাদেরকে এমন একটা প্রতিরক্ষা যন্ত্রও দিয়েছে যার ব্যবহারে শত্রুরা যে সমস্ত অস্ত্র হাতে নিয়েছে সে সবগুলি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যেমন কোন কোন তলোওয়ারের বিকট ঝঙ্কার ধ্বনি এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হয় যার ফলে অন্যদের হাত থেকে তলোওয়ার পড়ে যায়। তেমনি বিশ্ব অভিমতের তলোওয়ার যা এখন তাদের হাতে, যদি কুরআনের হিকমত অনুসারে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তাদের হাত থেকে এই তলোওয়ার পড়ে যাবে। আজ আপনি দুর্বলতা দেখাচ্ছেন, কুরআনের অসীম বলে এই অস্ত্রটা আপনার হাতে সঁপে দেয়া হবে। তখন আপনি সমস্ত বিশ্ব অভিমতকে প্রভাবিত করে বোঝাতে পারবেন ইসলাম বস্তুতঃ নির্যাতিত ও আক্রান্ত হয়েছে। আর আক্রমণকারী শত্রুদের এই আঘাত দেওয়ার মাঝে কোন যথার্থতা নেই। ইসলামের শিক্ষা অনুসরণের মাঝেই ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শক্তি নিহিত। পক্ষান্তরে, ইসলামী শিক্ষার বাইরে অপরিকল্পিতভাবে বা এককভাবে পাল্টা আঘাত হানার অনুমতি ইসলাম দেয় না। বরং এ ধরণের আক্রমণের ফলে শত্রু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। এতে করে, আপনি নিজেও বদনাম কামাবেন আর ইসলামকেও বদনামের ভাগীদার করবেন: আপনার অলক্ষ্যে কুরআনকেও অপমান করবেন এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এরও দুর্নামের কারণ হবেন। **কুরআন একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ একটা সম্পূর্ণ জীবন-বিধান, একটা পরিপূর্ণ নেয়ামত। এর দ্বারা লাভবান হবার চেষ্টা করুন। তাই, আজ কুরআনের শিক্ষার সীমার ভিতরে থেকে, কুরআনের অস্ত্রগুলিকে হাতে নিয়ে, নিজেদের আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান!**

ক'জন খৃষ্টান পাদ্রী সাহেব, যাদের মাঝে ভদ্রতাবোধ রয়েছে, ঘোষণা করেছেন যে আমরা আগামীতে পেঙ্গুইন সিরিজের কোন বই কিনবো না। এটা এত নোংড়া আর জঘন্য একটা আক্রমণ (অর্থাৎ স্যাটানিক ভার্সেস) যাকে কোনমতেই ব্যক্তি স্বাধীনতা আখ্যা দেয়া যায় না? বস্তুতঃ এই বইয়ে বাক স্বাধীনতার অত্যন্ত জঘন্য অশ্লীল আর অসভ্য

ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বাক স্বাধীনতাকে তলোওয়ার দিয়ে না কেটে বরং বাক স্বাধীনতার অবমাননাকারীকে (অর্থাৎ সালমান রুশদীকে) বিশ্বের সামনে এমনভাবে উলঙ্গ করুন আর এমনভাবে তার দোষগুলিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরুন যাতে করে সে আর কোন দিন নির্দোষ ও নিরীহ মানুষের উপর অপবাদ না দিতে পারে বরং তার মনের এবং চরিত্রের সমস্ত কলুষতা আর নোংড়ামী যেন মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। এই পদ্ধতিতে ইসলামী বিশ্বের পাল্টা জবাব দেয়া উচিৎ। আমি আশা করি পৃথিবীতে যেখানে যেখানে আহ্‌মদী নিজেদের প্রভাব রাখেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেভাবে আমি আপনাদের বুঝাচ্ছি সেভাবে সারা পৃথিবীতে কুরআনের আলোকে বিষয়টা বিষদভাবে তুলে ধরবেন। সরকারী পর্যায়ে যারা প্রভাব রাখেন তারাও নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে এই ঘটনাকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করুন। যেমন ধরুন কিছু আহ্‌মদী ভাল ভাল ডাক্তার এবং সার্জন সউদী আরবে আছেন। আর ছোট মোল্লাদের নজর যেহেতু সেখানে পড়ে নি তাই তারা সেখানে ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর যেহেতু তাঁরা চরিত্রবান ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী সেজন্য সমস্ত শক্তিশালী শাহযাদা তাঁদের সম্মান করেন। আর আহ্‌মদী জানা সত্বেও তাদের কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং আপনারা নিজেদেরকে দুর্বল জামা'ত মনে করবেন না। মনে করবেন না যে আপনাদের কোন প্রভাব নেই। আহ্‌মদীয়াত স্বীয় চরিত্র ও কর্মের শক্তিতে পৃথিবীতে একটা বড় ধরণের প্রভাব রাখে। এমনিভাবে বড় বড় সরকারের মাঝে আহ্‌মদীরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একটা প্রভাব রাখে যেখানে আহ্‌মদীরা আটার মাঝে লবন পরিমাণও নেই। সুতরাং এই সমস্ত প্রভাব ও ক্ষমতাকে ইসলাম এবং হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বপক্ষে ব্যবহার করুন এবং পৃথিবীতে একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করুন। এমন কলরব সৃষ্টি করুন যা শত্রুদের আওয়াজকে না বাড়িয়ে বরং এমনভাবে রুদ্ধ করবে, যেন আগামীতে কেউ এভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস না করতে পারে। বিষয়টার আর একটা দিক আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। কিছু সংখ্যক মুসলমান উলামা এবং রাজনৈতিক নেতা নির্বোধ এবং নির্দোষ মুসলমানদেরকে আবেগপ্রবণতার সুযোগে রাজপথে নামিয়ে তাদেরকে দিয়ে বিক্ষোভ করান। ফলে, তারা নিজেদের সৈন্যের হাতেই মারা পড়েন। এ ধরণের ঘটনা ইসলামাবাদ, করাচী, বোম্বাই ছাড়াও কোন কোন দেশে ঘটেছে। আর অনেক মুসলমান কেবল এই ধর্মীয় গায়রতের কারণে শহীদ হয়েছেন। এটা ঠিক যে, ইসলাম এ ধরণের বিপজ্জনক আর উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিক্রিয়ার অনুমতি দেয় না। কিন্তু এটাও সত্য যে, যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা এসবের কিছুই জানতেন না। তাদের বেশীর ভাগই নির্দোষ। কেবল হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সম্মানহানিকে মেনে নিতে না পেরে তাঁরা জীবিত থাকতে চান নি। তাঁরা অলিগলির

সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদের মনে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এবং তাঁর ধর্মের গায়রত ছিল। যখন মৌলভীরা তাদেরকে ইমলাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদার নামে হাঁক দেয় তারা তাদের সর্বস্ব অর্থাৎ খোলা বুক নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ে আর গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের পরিবারবর্গের কেউ দেখা-শুনাকারী নেই। এটা প্রাচ্যের একটা বড় দুর্ভাগ্য। নেতারা নিজেদের ঠিক বেঠিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের থেকে কুরবানী গ্রহণ করেন, তাদেরকে রাজ-পথে আর মাঠে কুরবাণীর পশুর ন্যায় মারা পড়তে হয়। কিন্তু তাদের সন্তানদের দেখা-শুনা করার কেউ থাকে না। এবারকার এই সব ঘটনা আমাদের সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানের এবং তাঁর গায়রতের সাথে জড়িত। তাই আমি আহ্‌মদীয়া জামা'তকে নির্দেশ দিচ্ছি, তারা যেন এই পথে শাহাদত বরণকারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নেয়, তাদের অবস্থা জানে এবং তাদের কোন অভিভাবক আছে কিনা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে।

আর যদি জানতে পারা যায় যে, তাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তবে জামা'ত যাঁচাই করার পর অনতিবিলম্বে আমাকে জানাবে যে হিন্দুস্তান কিংবা পাকিস্তানে কিংবা অন্যান্য স্থানে কোন্ কোন্ শহীদের পরিবারের অবস্থা শোচনীয় অথচ কেউ খোঁজ খবর নেয় না। কিন্তু হ্যাঁ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ)-এর প্রেমিক একটা জামা'ত নিশ্চয়ই আছে যে জামা'ত এদের অবশ্যই খোঁজ-খবর নিবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে শাহাদত বরণকারীদের পরিবারবর্গদের অপমানিত হতে দিবে না।

খোদাতা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন। যে নিয়্যতে আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মানার্থে কুরবাণী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা আমাদের শক্তি সামর্থ্য বাড়াতে থাকবেন এবং এই এতীম বাচ্চাদের এবং বিধবাদের দেখা শুনার তৌফিক দিবেন। আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর নামে এদের খোঁজ-খবর নিব যিনি স্বয়ং পৃথিবীতে এতীমদের সবচেয়ে বেশী খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যিনি বিশ্বে এতীমদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন, যাদেরকে দেখা-শুনার কেউ ছিল না আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের দেখাশুনা করেছেন। তাই আজ তাঁর প্রেম ও ভালবাসা আমাদের কাছে দাবী রাখে যে, যারা তাঁর নামে প্রাণ দিয়েছে তাদেরও দেখাশুনা করা হোক। আর কেবল তারাই তাদের দেখাশুনা করবে যারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে একটা অটুট ও স্থায়ী ভালবাসা রাখে, কোন পার্থিক ব্যাপার যে ভালবাসার ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

মহা মিলনের সাজ

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জমান

সাঁনাই এর সুমধুর সুর কাঁপে কোমল হৃদয়
লাল টুকটুকে শাড়ি সোনায় মোড়ানো শরীর
মেহেদির লাল রঙ্গে কি মোহন রাঙ্গানো হাত
আলতার আবীর মাখা ঝলমলে পা
আতর গোলাবের মেঁা মেঁা সুরভী ছড়ানো গায়,
ছিন্ন করি মাতা-পিতা ভাই-বোনের মায়ার বাঁধন
প্রেমিকা তার স্বপ্নের বাসর ঘরে রাখে পা
ক্ষণস্থায়ী মোহময় এ মিলন অভিসার।
ঐ শোন পরম প্রেমাস্পদ সকল সৌন্দর্যের আধার
বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী ফুল বাগিচায় রচিয়া বাসর
ডাকিছে তোমায় স্বর্গীয় তৃপ্তির হাসিতে
কে আছ প্রেমিক বর মহামিলনের প্রশান্তি লভিতে।
সাজ তবে মহা মিলনের সুনিপুণ মনোহর সাজে
সকল কালিমা ধৌত কর প্রেমের পবিত্র বারিতে,
পরে নাও রঙ্গীন পোষাক খুনের আবীর রাঙ্গা,
পেরেশানী কুরবানী ও ত্যাগের আলপনা আঁক
শরীরে তোমার, রাঙ্গাতে মন প্রেমাস্পদের।
মিলন বাসনায় অশ্রু ঝড়াও সেজদাবনত শিরে
প্রেমাস্পদের নামের মনিহার পর কণ্ঠে তোমার
প্রস্তুত হও হে মো'মেন! ডাকিছে তব পরম প্রেমিক।
চিরস্থায়ী প্রেমের নিকুঞ্জ বাগান শোভিত স্বর্গ
ঝর্ণার স্বচ্ছ পানিতে চির সবুজ সুশীতল হাওয়া বয়,
এমনি শুভ লগ্ন আগত দ্বারে, হে আহ্‌মদীগণ!
সকল দুর্বলতা মলিনতা অসুন্দর পোষাক-আশাক
বদল করে পরে নাও তাক্‌ওয়া ও কুরবানীর উজ্জল পোষাক,
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সুগন্ধি ছড়াও তব গায়
যেন কোন ত্রুটি না থাকে মহামিলনের এ'বাসর যাত্রায়।

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। মধু মাসের মধু পরিবেশে আশা করি তোমাদের দিনগুলো ভালই কাটছে। আল্লাহ্‌তা'লার অসংখ্য দানের মধ্যে ষড় ঋতুও একটি। ঋতুর বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র সমাবেশে বাংলার প্রকৃতি এক এক মাসে এক এক বেশে সজ্জিত হয়। প্রকৃতির এই রূপ-শোভা দেখে আমরা তন্ময় হয়ে ভাবি, যে চিত্রকর তাঁর রং ও তুলির আঁচড়ে এই প্রকৃতিকে নব নব সাজে সাজাচ্ছেন তিনি না জানি আরও কত সুন্দর, কত মনোহর। স্বভাবতই তাঁর কাছে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। বাংলার এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র আমাদেরকে আমাদের প্রভু ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা কৃতজ্ঞ ও ধন্য, তাই নয় কি? এদেশের এবং এদেশের লোকদের কল্যাণের জন্যে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা দরকার—আর তা আমরা করতে পারি দ্বীনে হকের তবলীগ ও দোয়ার মাধ্যমে। আস আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে সুনাগরিকের পরিচয় দিই। আজকের আয়োজনে তোমাদের জন্যে থাকছে ভাই কে এম মাহমুদুল হাসানের একটি লেখা। আশা করি তোমাদের ভালই লাগবে। আজ তাহলে আসি, খোদা হাফেয। ইতি

'নানাভাই'

প্রেম ও সহমর্মিতা

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর যুগে এক যুদ্ধে মুসলমানদের চোখ লক্ষ্য করে খৃষ্টান-দের নিক্ষিপ্ত তীরে একে একে মুসলমানরা শহীদ হচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হ'য়ে হযরত ইকরিমা (রাঃ) ৬০ জন সঙ্গীসহ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা এত প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, শত্রুপক্ষের সেনা নায়ক পালিয়ে গেল এবং শত্রু সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধশেষে মুসলিম সেনারা যখন ইকরিমার কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, হযরত ইকরিমা (রাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হ'য়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁকে পানি পান করানোর জন্যে সামনে পানির পেয়ালা ধরা হ'লে তিনি দেখলেন হযরত সোহেল বিন নো'মান (রাঃ) তাঁর পানির পেয়ালার দিকে তাকিয়ে আছেন।

যিনি পানি পান করাতে এসেছিলেন তাঁকে তিনি বললেন, "প্রথমে সোহেল (রাঃ)-কে পান করান। পরে আমি পান করব। আমার এক ভাই আমারই পাশে পিপাসার্ত পড়ে থাকবে আর আমি তাঁকে দেখে পানি পান করব, এটা হতে পারে না।" তখন সেই যোদ্ধা হযরত সোহেল বিন নোমা'নের (রাঃ) কাছে গেলেন। তাঁর পাশেই আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন হযরত হারিস বিন হিশাম (রাঃ)। তিনি হারিস (রাঃ)-এর পাশে গেলেন। ততক্ষণে হযরত হারিস (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তখন তিনি হযরত সোহেল (রাঃ) কাছে এলেন। তিনিও তখন ইন্তেকাল করেছেন। শেষে হযরত ইকরিমা (রাঃ)-এর কাছে এলেন। তিনিও ততক্ষণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন)

একেই বলে সহমর্মিতা। অন্যের মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার এ দৃষ্টান্ত যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথে আনবার জন্যে খোদা কর্তৃক প্রেরিত মহা-মানবদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই রেখেছেন। মানুষের কল্যাণই তাঁদের জীবনের মহানব্রত। নিজের জীবন চলে গেলেও তাঁরা মানুষের কল্যাণ করা থেকে, তাঁদের সুপথ দেখান থেকে বিরত থাকেন না। এ যুগের এমনি একজন মহাপুরুষের নাম হযরত সাহেব-যাদা আবদুল লতিফ সাহেব (রাঃ)। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে পেয়ে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথকেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কোন মানুষকেই কষ্ট দেননি। তাঁর অন্তরে ছিল সারা দুনিয়ার সব মানুষের কল্যাণ কামনা। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মানার মাধ্যমেই যে জগতের সার্বিক মুক্তি লাভ সম্ভব, এটা ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু সত্যকে যারা চিনতে পারেনি তারা তাঁর এই বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে তাঁকে শেকল পড়িয়েছে। তাঁকে মাটিতে পুঁতে নির্মম পাশবিকভাবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছে। কিন্তু তাঁকে মানবজাতির কল্যাণ কামনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, এ জাতীয় দৃষ্টান্ত খোদাতা'লার মনোনীত জামা'ত ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে কি? উত্তর হল "না"। আমরাও এই যুগের ইমামকে চিনেছি। তাঁর মাধ্যমে আমরাও খোদাতা'লা ও তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে ভালবাসতে শিখেছি। কেউ নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ আমাদের কষ্ট দিলেও আমরা তাঁদের জন্যে দোয়া করি ও তাঁদের মঙ্গল কামনা করি। তোমরা দেখছ, চাষী তার জমিতে যে ফসলের বীজ বোনে সে গাছই জন্মায়। সে যদি তার জমিতে কোন ফসলেরই বীজ না বোনে তবে পুরো ক্ষেতটাই আগাছাতে ভরে যাবে। মানুষের হৃদয়টাও তেমনি এক চমৎকার ফসলের জমি। কৃষকের ক্ষেতে যেমন বীজ না বুনলে ফসল ফলবে না এবং তাকে অনাহারে থাকতে হবে, তেমনি আমাদের হৃদয়ে যদি ধর্ম এবং খোদাতা'লা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও সহমর্মিতার বীজ বপন না করি তাতে আমরা নিজেরা এবং সমগ্র মানবজাতি শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পৃথিবী অশান্তিতে ভরে থাকবে। তাই হযরত ইকরামা (রাঃ) ও হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)-এর মত আমাদেরও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, অন্যান্য বারের ন্যায় এ বারও যারা ১০-৭-৮৯ পর্যন্ত ১৯৮৮-৮৯ সনের লাজেমী চাঁদা পরিশোধ করবেন তাদেরকে বকেয়াদার বলে গণ্য করা হবে না। স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তারা যেন অবশ্যই ব্যাংক ড্রাফট / মনি অর্ডার যোগে ঐ সময়ের মধ্যে ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরের বাবদে আদায়কৃত চাঁদা ১০-৭-৮৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পেঁাছে দিয়ে জামা'তের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সাহায্য করুন।

খাকসার
মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সচিব (অর্থ)
মুসলিম জামা'তে আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সকল নাজেম, সকল বিভাগীয় কায়েদ ও সকল জেলা কায়েদ সাহেবানকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে তাঁদের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত (বায়োডাটা) নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখার জন্যেও অনুরোধ করা যাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত (বায়োডাটা) নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ছাড়াও মজলিসের জন্য এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার ও মজলিসের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

কে, এম, মাহমুদুল হাসান
ন্যাশনাল মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া
৪ নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভুল সংশোধন

মুদ্রণজনিত কারণে পাক্ষিক আহ্‌মদীতে কিছু ভুল ত্রুটি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১ ও ২য়	৪	৪	৬৩৪ খৃঃ—৬৩১ খৃঃ	৬৩৪ খৃঃ—৬৬৪খৃঃ
বর্তমান	১	১৮	অবলম্বন	অবলম্বন
	৮	১৬	কস্তুরের	কস্তুরির
	,,	২৩	করিরা	করিয়া

সংবাদ

মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স '৮৯ সমাপ্ত

গত ১৩-৬-৮৯ তারিখে মাগরেব নামাযের বাদে মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স '৮৯ তে অংশগ্রহণকারী ১০ জন মোয়াল্লেমকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে এক সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর বিদায়ী সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। মোয়াল্লেম কোর্সের প্রয়োজনীয়তা, মোয়াল্লেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সারগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আব্দুল হাদী, ভিজির আলী, সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল, আমীর, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে খেলাফত দিবস পালিত

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের শুভ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এবারকার খেলাফত দিবস খুবই তাৎপর্যবহ। ২৭শে মে তারিখে সাধারণতঃ এ দিনটি পালন করা হয়। কোন কোন জামা'ত সুবিধা মত সময়ে এবার এই দিনটি উদ্‌যাপন করেছে। দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল খেলাফত দিবস সংক্রান্ত সাধারণ সভা। এ পর্যন্ত যাদের নিকট থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারা হলেন— ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নারায়ণগঞ্জ, সুন্দরবন, নাসেরাবাদ ও ধানীখোলা জামা'ত।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাসেরাবাদের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

১ম অধিবেশন ১৯/৫/৮৯ রোজ শুক্রবার

বিকাল ২-১৫ মিঃ শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম জামা'তে আহমদীয়া, বাহাদুরপুর-এর প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মজিদ সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মজিবর রহমান, জেলা কায়েদ। ইজতেমায়ী দোয়া করেন জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি, সদর মুরব্বী। তারপর শানে রসূল (সাঃ), আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের ১ শত বৎসর, এতায়াতে নেযাম, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং ওফাতে ঈসা (আঃ)-এর উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব বি, এ, এম, এ সাত্তার সাহেব প্রেসিডেন্ট আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত রাজশাহী, জনাব মাওলানা সালেহ আহ্মদ সাহেব সদর মুরব্বী, জনাব শেখ জনাব আলী সাহেব, সুন্দরবন জামা'ত, জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান, সদর মুরব্বী এবং জনাব আবুল কাশেম আনসারী, মোয়াল্লেম। উক্ত অধিবেশনে ৩৬ জন গয়ের আহমদীসহ প্রায় ২০০ লোকের উপস্থিতি ছিল।

২য় অধিবেশ ২০/৫/৮৯ রোজ শনিবার

সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এই অধিবেশন নূরনগর ঈশ্বর্দী জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব গিয়াসউদ্দিন মোল্লার সভাপতিত্বে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী সাহেব, মোয়াল্লেম। তারপর বক্তৃতা করেন, সীরাতে মোস্তাকীম (সাঃ), দাওয়াত ইলাল্লাহ, ইবনে মরিয়ম, ইসলামে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অবদান বিষয়ে যথাক্রমে জনাব শেখ জনাব আলী সাহেব, সুন্দরবন জামা'ত, জনাব মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী, জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব, সদর মুরব্বী ও জনাব বি, এ, এম, এ সাত্তার সাহেব রাজশাহী জামা'ত। এই অধিবেশনেও ৮ জন গয়ের আহ্‌মদী ছিলেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

২-১৫ মিঃ আরম্ভ হয় এবং ৬-১৫ মিঃ পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও সমাপ্তি ভাষণ দান করি খাকসার।

কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোমিনুর রহমান। খতমে নবুওয়াতের তাৎপর্য, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মা'জুজের ফিৎনা হইতে পরিত্রাণের উপায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ), সীরাতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও অলৌকিক মোযেজ সমূহের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ সালেহ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী, আবুল কাশেম আনসারী মোয়াল্লেম, শেখ জনাব আলী সাহেব, সুন্দরবন জামা'ত, জনাব ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী এবং বি, এ, এম, এ সাত্তার সাহেব রাজশাহী জামা'ত। এই অধিবেশনে একজন হিন্দুসহ ২০ জন গয়ের আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। এই জলসায় ৬জন ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ। এখানে উল্লেখ থাকে যে, প্রতি দিন বাজামাত তাহাজ্জুদ ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়।

মোঃ শওকত আলী
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি
নাসেরাবাদ জামা'ত, কুষ্টিয়া

সন্তান তওল্লাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় ফযল ও করমে আমার কনিষ্ঠা কন্যা আমাতুল মতীন নাসেরা (খুশী) এবং জামাতা মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীনকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। নবজাতিকা গত ৬-৬-৮৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৭-১৫ মিনিটের সময় বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেছে। যাতে সে পিতা-মাতার চক্ষুর স্নিগ্ধতার কারণ হয় এবং সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেমা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে সে জন্যে ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল

বিগত ১৬/৫/৮৯ তারিখে তেরগাতী জামা'তের মুহাম্মদ নাজির আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্‌তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নব জাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দীনি খাদেম হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

নবজাতকের নানা : আব্দুল হাই

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৮ই মে রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ১৫ মিঃ আল্লাহ্‌তা'লা খাকসারকে একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। আল হামদুলিল্লাহ্‌।

উল্লেখ্য যে, নবজাতক ঘাটুরা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল জাহের হাজারীর পৌত্র। নবজাতক যেন সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু সম্পন্ন এবং জামা'তের একজন বিশিষ্ট খাদেম হয় জামা'তের সকল ভাই-বোনের নিকট এই দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

রহিম আহমদ হাজারী

গত ৫ই জুন রোজ সোমবার দিবাগত রাত ১-৩০ মিঃ এর সময় আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে ১টি পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌। হুযূর (আইঃ)-এর ঘোষণাকৃত ওয়াক্‌ফে নও এর অন্তর্ভুক্ত এই নবজাত শিশু পুত্র ও তার মা এর সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু সেই সাথে দীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করছি।

কাওসার আহমদ
লাইব্রেরীয়ান,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার ছোট ভাই মো: আল-আমীন আহমেদ এবারের প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। তার দীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্যে খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মো: ফোরুক আহমদ (তারুয়া)

শোক সংবাদ

নাটাই (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী প্রবীণতম আহ্‌মদী জনাব সোনা মিয়া ৩রা মে, ২৭শে রমযান দিবাগত রাত্র ৮ ঘটিকার সময় নামাযে নিমগ্ন থাকা অবস্থায়ই হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না..... রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯৭ বৎসর। ধর্মীয় মতভেদের কারণে নাটাই গ্রামে তিনি প্রচণ্ড মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েও ঈমানে ছিলেন অটল। বার্দ্ধক্যজনিত দুর্বলতার মধ্যেও বিরোধীগণ তাঁকে নির্যাতন করেছে আর তিনি এর মোকাবিলা করেছেন দোয়ার মাধ্যমে! মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও চার মেয়ে রেখে গেছেন। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের কাছে তার জন্যে দোয়ার আবেদন করছি।

ভাদুঘর (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী প্রবীণ আহ্‌মদী মরহুম রহিমুদ্দিন মিয়ার তৃতীয় ছেলে হামদু মিয়া, বয়স প্রায় ৬০ বৎসর গত ২৬শে রমযান মোতাবেক ৩রা মে ফজরের নামাযের সময় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন। মৃত্যুকালে তিনি তার অসুস্থ স্ত্রী, দুই ছেলে, ৫ পৌত্র ও তিন পৌত্রী রেখে গেছেন। মোখালেফাত চলাকালে মরহুম গ্রামের শত্রুদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট তার জন্যে দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ আব্দুল আলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সম্পাদকীয়

জন্মভূমির সেবা

প্রিয় জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেকেরই একটা নাড়ির টান থাকে—গভীর অরণ্য, সাগর বক্ষঃ, উষর-মরু, পর্বত-কন্দর, শস্য-শ্যামল ভূমি—যেখানেই তার জন্ম হোক না কেন। প্রকৃতির সরস লীলা ক্ষেত্র বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই সোনার বাংলায় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। এর স্বচ্ছ নীল আকাশ, স্নিগ্ধ জ্যোস্নার কিরণ, মৃদুমন্দ সমীরণ, সবুজ শ্যামল ধান ক্ষেত, অসংখ্য নদী-খাল-বিল—এই বিচিত্র পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে আমরা বড় হয়েছি। আমরা এই সোনার দেশকে ভালবাসি, ভালবাসি-এর প্রতিটি মানুষকে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি জন্মভূমিকে ভালবাসার কথা। তিনি বলেছেন "হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" অর্থাৎ জন্মভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গীভূত।

দেশকে ভালবাসি বললেই কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায় না। দেশকে ভালবাসতে হলে একদিকে যেমন সুনাগরিক হতে হয় তেমনি দেশের প্রয়োজনের সময়ে এর পাশে নিজের যা কিছু আছে তা নিয়ে দাঁড়াতে হয়। আজ আমাদের এই বাংলাদেশে সবচে' বড় যে অভাব তা হ'ল সুস্থ নৈতিকতার অভাব। নীচু তলা থেকে শুরু করে ওপর তলা পর্যন্ত সকল স্তরে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে নৈতিক অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের প্লাবনে জাতি আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই প্রতিদিন সংবাদ পত্রে চোখ বুলালেই। গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে খোদা-বিমুখতা। ন্যায়-নীতিকে পদদলিত করে মানুষ জন্তু জানোয়ারের মত জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। কেবল নিজের আরাম আয়েস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই সকলে ব্যস্ত তা যেকোন মূল্যেই অর্জন করতে হবে।

এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে এলাহী জামা'তের লোকদের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। জন্ম-ভূমির মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করতে না পারলে এ অবক্ষয়ের স্রোত আমাদেরকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নিজ গরজেও তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আর এ কাজ সম্ভব হতে পারে দু'টি পদ্ধতিতে—প্রথমতঃ দাওয়াত ইলল্লাহ্‌র কাজ অর্থাৎ মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করে দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্যে খোদার দরবারে কাতর প্রার্থনা করে। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) পূর্বাহ্নেই আমাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে আমাদেরকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্যে তাগিদ করেছেন। আমরা আমাদের ইমামের কথায় যত সক্রিয় হবো ততই আমরা আমাদের দেশবাসীকে অবক্ষয়ের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবো। আসুন আমরা আজ থেকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে জন্মভূমির সুসন্তানের মত তার সেবা করে ধন্য হই।

মালী কুরবানী

- সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন — আমরা যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো (২:৪), আমরা তোমাদিগকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে খরচ করো সে দিন আসবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ চলবে না (২:২৫৫)।
- মুত্তাকী ও মু'মেন হওয়ার পথে একটি বিশেষ পদক্ষেপ,
- দ্বারা বায়তুল মালকে শক্তিশালী না করলে ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না,
- ঈমান রূপ বৃক্ষকে সদা সজীব রাখে,
- একটি মাপকাঠি যদ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের ঈমানের স্তরকে নিরূপণ করা যায়,
- ধন-সম্পদকে বহুগুণে সমৃদ্ধি দেয় এবং পবিত্র করে,
- দ্বারাই এ যুগে ইসলামের সেবা করার উৎকৃষ্ট পন্থা, এ যুগে প্রাণ চাওয়া হয় না, যথাসাধ্য মালী কুরবানীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।

তাই ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বর্ষ শেষে আপনার পবিত্র কর্তব্য ঃ

- নিজের হিসাব দেখুন এবং বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় করুন ৩০-৬-৮৯ এর পূর্বেই,
- অন্যকেও এই নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করুন,
- আগামী ৮ই জুলাই পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়েছে, সুতরাং এ সুযোগ গ্রহণ করুন,
- আগামী ১৯৮৯-৯০ সনের জন্য সঠিক আয়ের উপর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করুন,
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সঠিক আয় গোপন করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন (সূত্র ঃ স্পেনের মসজিদ উদ্বোধন কালীন খুতবা দ্রষ্টব্য)।
- স্মরণ রাখুন আমরা দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করেছি। দ্বিতীয় শতাব্দী আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। সুতরাং আপনার আমার আর্থিক কুরবানীর প্রসারতার উপরই নির্ভর করছে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের সুস্থ প্রাচুর্যময় অগ্রযাত্রা ও বিজয়।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল
বাঃ আঃ আঃ

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

15th June, 1989

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মকবুল আহমদ খান

Editor : Moqbul Ahmad Khan